সমকাল

তারিখ 16 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চেয়ারম্যান ছাড়াই চলছে দুই শিক্ষা বোর্ড

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা বোর্ড চলছে কোনো চেয়ারম্যান ছাড়াই। শিক্ষা বোর্ডগুলো হলো সিলেট শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ দুই শিক্ষা বোর্ডে ১১ মাস ধরে চেয়ারম্যান নেই। চেয়ারম্যান না থাকায় বোর্ডগুলোর নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আটকে আছে। বোর্ড সভাও নিয়মিত হচ্ছে না। এসব বোর্ডের সচিবরা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে চেয়ারম্যানের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান না থাকায় আর্থিক ও প্রশাসনিক নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া ১১ মাস খালি থাকার পর ১০ মার্চ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ সারছেন বোর্ড সচিব

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সারাদেশে একটি মাত্র হওয়ায় মাদ্রাসা বোর্ডে নানা সমস্যা সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে। সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলছেন, পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা। তার পদ শূন্য থাকায় সচিবরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে বোর্ডগুলোর বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য কোটি কোটি টাকা তহবিল থেকে উত্তোলন করছেন, যা পরে অডিট আপত্তির কারণ হবে।

তারা জানান, অতীতে চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে কয়েক মাসের মধ্যেই এসব পদ পূরণ করা হতো। তবে এবারই ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সিনিয়র অধ্যাপকদের সাধারণত বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়।

যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার এ পদটি শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের কাছেও খুবই আকর্ষণীয়। তবে গত কয়েক দশকে এ পদে নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনাও বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে।

জানা গেছে, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ শূন্য হয় গত বছরের ২৮ এপ্রিল।

চেয়ারম্যান প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন অন্যত্র বদলি হলে সেদিনই বোর্ড সচিবের দায়িত্ব পাওয়া এ কে এম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার একই সঙ্গে চেয়ারম্যানেরও ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব নেন। এরপর গত ১১ মাসেও আর সিলেট শিক্ষা বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম মিয়া পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে বদলি হলে এ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ শূন্য হয় গত বছরের এপ্রিলে। পরে ওই বোর্ডের রেজিস্ট্রার এ কে এম ছায়েফ উল্লাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই থেকে এ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

ছায়েফ উল্লা মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেন ২০১৩ সালের অক্টোবরে। এর আগে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার ছিলেন। তিনি সহযোগী অধ্যাপক।